সূ চি প ত্র

মাপ করবেন, কত বয়েস?

সাতাশ।

ও, তাহলে তো 'পদাতিক'-এরই সমবয়সী।

আপনি মনে মনে ভাবলেন—দেখলে! দেখলে! কেমন কায়দা ক'রে 'পদাতিক'কে ছোকরা বানিয়ে দিলাম। তাছাড়া কথাটাও তো মিথ্যে নয়—সাতাশ বছর আগেই তো প্রথম 'পদাতিক' বেরিয়েছিল।

কাজেই তার টেবিলে স্বচ্ছন্দে কিছুক্ষণের জন্যে 'পদাতিক'কে আপনি বসিয়ে রেখে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন টেবিল ফাঁকা। চুলে কলপ না দেওয়ার জন্যে যখন আপনার আপসোস হচ্ছে তখন হঠাৎ একদিকে নজর পড়ল। দেখলেন—কী কাণ্ড!

আঠারো থেকে একুশ বছরের একরত্তি ছোকরাদের সঙ্গে দিব্যি জমে ব'সে গেছে 'পদাতিক'। আপনি ইশারায় ডাকছেন, কিন্তু সে-কথা তার কানেই যাচ্ছে না। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে আপনাকে সে এখন চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ।

দেখলেন তো, টেবিল বদলে 'পদাতিক'-এর বয়েস কেমন সাতাশ থেকে একুশে নামিয়ে দিলাম! কেননা তখন আমিও ছিলাম একুশ বছরেরই ছোকরা।

এই সাতাশ বছরে আমার বয়েস বেড়েছে। কিন্তু 'পদাতিক' সেই একুশেই আট্‌কে আছে।

'পদাতিক'কে একমাত্র সেই কারণেই এখন আমি হিংসে করি।

৬. ৩. ৬৭ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ:

এই পাঁচ বছরে আমার মনোভাব একটু বদলেছে। সুতরাং শেষ বাক্যের 'হিংসে' বদ্‌লে নতুন সংস্করণে 'স্নেহ' কথাটা বসাতে চাই।

সু. মু.

মে-দিনের কবিতা

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।

চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে—
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালোবাসতে।

প্রণয়ের যৌতুক দাও প্রতিবন্ধে
মারণের পণ নখদন্তে ;
বন্ধন ঘুচে যাবে জাগবার ছন্দে,
উজ্জ্বল দিন দিক্-অন্তে।

শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিশ্বাসে আনে লজ্জা ;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু ব'সে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন-আত্মা ॥

সকলের গান

কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ?
কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা—
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,
কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ?

আকাশের চাঁদ দেয় বুঝি হাতছানি ?
ও-সব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া—
আমরা তো নই প্রজাপতি-সন্ধানী,
অন্তত, আজ মাড়াই না তার ছায়া।

কুঁজো হ'য়ে যারা ফুলের মূর্ছা দেখে
পৌঁছয় না কি হাতুড়ি তাদের পিঠে ?
কিংবা পাঠিয়ো বনে সে-মহাত্মাকে
নিশ্চয়, নিঃসঙ্গ লাগবে মিঠে !

আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি ,
একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে ,
আপাতত, চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি,
শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে

কানামাছির গান

একদা ছিলাম উচ্চ আশার কৈলাসে
ধূলিসাৎ বটে সে-বালখিল্য স্বপ্নরা ;
আজো হাসি, তাও মুখভঙ্গির অভ্যাসে
দগ্ধ হৃদয় হাওয়ায় মেলতে পথে ঘোরা।
নখদর্পণে নিকটবর্তী অলিগলি ;
প্রত্যাখ্যান জাগরূক রাখে প্রত্যাশা,
হৃদয়রাজ্যে অনাবশ্যক দলাদলি,
এ-অভাজনের ভবঘুরে তাই ভালোবাসা।

হায়, ইতিহাস অর্থনীতির হাতে বাঁধা।
ভুলি বিপ্লব ক্রুদ্ধ প্রভুর রাঙা চোখে ;
মন যদি চায়, শীর্ণ শরীর দেয় বাধা
দ্বিধা বিলম্বে হারাই লগ্ন ইহলোকে।
কৃষক, মজুর ! আজকে তোমার পাশাপাশি
অভিন্ন দল আমরা। বন্ধু, আগে চলো—
সবাই আমরা নিজবাসভূমে পরবাসী ;
এই দোলাচল দলকে কেবল পথ বলো॥

২

একদা আষাঢ়ে এসেছি এখানে
মিলের ধোঁয়ায় পড়লো মনে।
গলিতে কি মাঠে কখনো ক্বচিৎ
দেখা দিয়ে যায় দখিন হাওয়া।

দৈবপ্রসাদে কবে সংসার
কচি জনতায় গিয়েছে ভ'রে—

সকলে পারি না বাঁচতে, কাজেই
আপন বাঁচার পন্থা নেওয়া।

তাই দৈনিক নিজের কিংবা
পরের দায়েই শ্মশান চষি ;
মাটিতে নামিয়ে রঙিন গেলাশ
খুঁজি সফলতা তন্থুর শাখে।

মন থেকে আজ মিতালি উধাও
শরীর সে উপনিবেশ নিলো,
জটিল স্মৃতির পায়ে পায়ে তবু
হারানো প্রেমের ছায়ারা ঘোরে।

আমি ত্রিশঙ্কু, পথ খুঁজে ফিরি—
গোলকধাঁধায় বৃথাই ঘোরা,
জানি, বাণিজ্যে লক্ষ্মী। যদিও
ছিদ্রিত থলি ও-পথে বাধা।

কৃষক, মজুর! তোমরা শরণ—
জানি, আজ নেই অন্য গতি ;
যে-পথে আসবে লাল প্রত্যূষ
সেই পথে নাও আমাকে টেনে।

এখানে এসেছি আষাঢ়ে একদা
মিলের ধোঁয়ায় পড়লো মনে ;
কালবৈশাখী নামবে যে কবে
আমাদের হাত-মিলানো গানে॥

রোম্যান্টিক

আগ্নেয়গিরি পাঠালো যে এই রাত্রি,
গলিত ধাতুরা জমাট কখন বাঁধবে ?
ব্যবসায়ী মন মাহেন্দ্রক্ষণ খুঁজছে,
টিকটিকি ডাকে,—বধির সে নির্বন্ধ।

ঘড়ির কাঁটায় কত যে মিনিট মরছে,
মনে অনন্ত সময়ের অধিরাজ্য ;
ভুলেছি, জ্যোৎস্না হারিয়ে হবিৎ ধান্য,
এখানে বন্দী আনা-তিনেকের বাল্‌বে।

ঘরে ঘরে সেই ভ্রমণ-বিলাসী ভাবনা
আরাম-চেয়ারে আনে দুপুরের নিদ্রা ;
নিজেরি একদা কল্পিত সব স্বপ্ন
সেলায়ের প্রতি সুতোয় লুকোয় লজ্জা।

ছেঁড়া জুতোটায় ফিতেটা বাঁধতে বাঁধতে
বেঁধে নিই মন কাব্যের প্রতিপক্ষে ;
সেই কথাটাই বাধে না নিজেকে বলতে—
শুনবে যে-কথা হাজার জনকে বলতে।

রাত্রি কিন্তু রাত্রিরই পুনরুক্তি
চাঁদের পাড়ায় মেঘের দুরভিসন্ধি ;
হৃদয়-জোয়ারে ভেঙে যায় সংকল্প
ম্লান হয়ে যায় সবহারাদের বস্তি॥

বিরোধ

নিরাপদ এই নীড়ে বাঁধলাম নিজেকে
জানলায় নীল আকাশ দিলাম টানিয়ে,
মনের ঘোড়াকে ঘরের দেয়াল ডিঙিয়ে
চিনিয়ে দিলাম সীমানাহীনের ঠিকানা।

সুবাসিত তেল কেশারণ্যের গভীরে
স্নান চলে বেশ নিরীহ টবের জলেতে,
শুকনো ডাঙায় নির্ভয়ে দিই মনকে
অতলান্তিক সাগরে সাঁতার কাটতে।

শাদা ডিশ্‌টায় স্বাদু হরিণের মাংস
মনের হরিণ সোনা হলো কার নয়নে,
নরম চটির গুহায় গোপন পা দুটি
নিয়েছে কখন যাযাবরদের সঙ্গ।

পুরু বিছানায় ডেকেছি ফ্যানের হাওয়াকে
নীল আলোটায় নীলিমার নীল স্বপ্ন,
হৃদয়ে উধাও বোশেখী ঝড়ের ঝাপ্‌টা
কালো কুয়াশায় দিক্‌বধূ কূল হারালো।

কখনো আবার মেরুযাত্রার কাহিনী
টেনে নেয় মন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে,
এখুনি বিরল বলয়ের ক্ষীণ শব্দে
দুঃসাহসিক স্বপ্নে পড়বে ছেদ কি ?

ঈশ্বর, এই শরীর মনের দ্বন্দ্বে
এ কী নিষ্ঠুর নীরব গ্রহণ করেছো ?
যেখানে ভাবনা তোমাকে সৃষ্টি করেছে
দৃষ্টি সেখানে দাঁড়ালো প্রতিদ্বন্দ্বী ?

প্রস্তাব—১৯৪০

প্রভু, যদি বলো অমুক রাজার সাথে লড়াই
কোনো দ্বিরুক্তি করবো না ; নেবো তীরধনুক।
এমনি বেকার ; মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই ;
দেহ না চললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক।

হা-ঘরে আমরা ; মুক্ত আকাশ ঘর-বাহির।
হে প্রভু, তুমিই শেখালে পৃথিবী মায়া কেবল—
তাই তো আজকে নিয়েছি মন্ত্র উপবাসীর ;
ফলে নেই লোভ ; তোমার গোলায় তুলি ফসল।

হে সওদাগর,—সেপাই, সান্ত্রী সব তোমার।
দয়া ক'রে শুধু মহামানবের বুলি ছড়াও—
তারপরে, প্রভু, বিধির করুণা আছে অপার।
জনগণমতে বিধিনিষেধের বেড়ি পরাও।

অস্ত্র মেলে নি এতদিন ; তাই ভেঁজেছি তান।
অভ্যাস ছিলো তীরধনুকের ছোটবেলায়।
শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান—
বলবো, বৎস! সভ্যতা যেন থাকে বজায়।

চোখ বুঁজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাবো কান

বধূ

গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো
পুরানো সুর ফেরিওলার ডাকে,
দূরে বেতার বিছায় কোন মায়া
গ্যাসের আলো-জ্বালা এ দিনশেষে।
কাছেই পথে জলের কলে, সখা
কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে।
হঠাৎ গ্রাম হৃদয়ে দিল হানা
পড়লো মনে, খাসা জীবন সেথা—

সারা দুপুর দীঘির কালো জলে
গভীর বন দুধারে ফেলে ছায়া
ছিপে সে-ছায়া মাথায় করো যদি
পেতেও পারো কাৎলা মাছ, প্রিয়।
কিংবা দোঁহে উদার বাঁধা ঘাটে
অঙ্গে দেবো গেরুয়া বাস টেনে
দেখবে কেউ নখ, বা কেউ জটা
কানাকড়িও কুড়েয় যাবে ফেলে।

পাষাণ-কায়া, হায় রে, রাজধানী
মাশুল বিনা স্বদেশে দাও ছেড়ে,
তেজারতির মতন কিছু পুঁজি
সঙ্গে দাও, পাবে দ্বিগুণ ফিরে।
ছাদের পারে হেথাও চাঁদ ওঠে—
দ্বারের ফাঁকে দেখতে পাই যেন।
আসছে লাঠি উঁচিয়ে পেশোয়ারি
—ব্যাকুল খিল সজোরে দিল তুলে।

ইহার মাঝে কখন প্রিয়তম
উধাও ; লোকলোচন উঁকি মাবে—
সবাব মাঝে একলা ফিবি আমি
—লেকেব কোলে মবণ যেন ভালো।
বুঝেছি কাঁদা হেথায় বৃথা , তাই
কাছেই পথে জলেব কলে, সখা
কলসি কাঁধে চলছি মৃদু চালে
গলিব মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো ॥

আদর্শ

উঁচু আঙুরের ঈষৎ আশাও করি না,
লক্ষ্য রেখেছি স্বনামধন্য ধ্রুবকে ;
উদাসী হৃদয় সুলভেই পাবে, হরিণা
রুপোর বাসনা মেটাবে জাপানি রূপকে।

খুশি আমাদের, দিবানিদ্রার বদলে—
রেডিও তাড়াবে দুপুর মহিলা-আসরে ;
ভুখা সমাজকে ভাঁওতা দিয়েছি সবলে।
—নাটক জমে না ও-সংক্ষিপ্ত আদরে ?

শুনি বটে পাঁঠা যোগ্য প্রেমের প্রদাসী—
চালাও, শ্রীমতী, বৈজয়ন্তী অবাধে ;
স্বেচ্ছায় পাবে যুবক সলিল-সমাধি,
দীর্ঘ আড্ডা জমবে জনপ্রবাদে।

কৃত্রিম হ্রদ পায়চারি করি, চলো না।
মনান্তরের ঘটনা নেহাৎ ঘরোয়া,
প্রকাশ্যে হোক পরস্পরকে ছলনা—
লোকলোচনকে অন্তত করি পরোয়া।

সংশোধনের পথ বাৎলেছি শুঁড়িকে।
নাস্তিক নই,—নিষ্ঠা সটান ত্রিশূলে।
মার্জনা সব ছুঁয়েছি যখন বুড়িকে—
নিঃসন্দেহে স্বর্গ, শরীর মিশুলে।

বনগমনের বয়সটা নয় নিকটে
নির্বাণ-লোভে মঠ তো সঠিক—সময়ে।

অসীম সিন্ধু মাপি আজ এক বিঘৎ-এ
নিজগুণে সেই ত্রুটি সামান্য, ক্ষমো হে।

মানি অহিংসা, মেনেছি অসহযোগিতা,
নায়ক অধুনা কংগ্রেসি মনোনয়নে—
সাহিত্যে শখ, পড়ি না ভ্রষ্ট কবিতা ;
শিব, সুন্দর স্পষ্ট নিমীল নয়নে।

জনান্তিকেই বুলি কপচানো খাসা তো,
চতুষ্পদেই তীর্থ করে যোজনা,
বহ্বারম্ভে বজ্র যেদিন হাসাতো,
সেইদিন ভেবে আমাদের অনুশোচনা।

সম্মতি নেই মজুর ধর্মঘটেও,
ভাংচি ঘটায় শৃগালবুদ্ধি ভাড়াটে,
মাথা ঘামাবো না চেক-চীনা সংকটেও
তবেই দেখবে ঈর্ষ্যা বাড়বে পাড়াতে ॥

পলাতক

মেঘেদের হাত ধ'রে আমার উধাও যাত্রা গ্রহ হতে গ্রহে ,
আমার চক্রান্ত শুধু ট্রামের চাকার নিচে দুর্ঘটনা আনে
চন্দ্রাহত যুবকের ; আমার অক্লান্ত গান নক্ষত্র বিরহে ;

নির্জন মাঠের চিন্তা ছুঁড়ে দিয়ে বিকালের মিছিলের পানে,
শহর বিস্বাদে ঢেকে, ডাকি : 'ঝাউ-ঝুমঝুমির ছায়ায় এসো হে,
প্রজাপতি পায় নাকো এরোপ্লেনের শব্দ বাতাসেব কানে' ,

মর্তের আকাঙ্ক্ষাদল ছিঁড়ে দিয়ে পরীদের পাখার পিছনে,
অদৃষ্টের অন্ধ খাদে জীবনকে ছেড়ে এসে অবসাদভরে,
বিষাদের বিষলিপ্ত কবিতাকন্যারে ধাব দিই জনে জনে ,

প্রণয়ের কাহিনীকে প্রবৃত্তির হাতে বেঁধে মুহূর্তের জবে
মহৎ প্রচ্ছদ দেওয়া ; তাবপর পিঠ রেখে সম্মুখ জীবনে
বিশ্বস্ত হৃদয় খোঁজা,—সকল শূন্যতা যাতে প্রেম হয়ে ঝরে ;

পশ্চিমের লাল মেঘ অন্ধ হয় পৃথিবীর আশ্চর্য খামারে,
হলুদ ঘাসের প্রান্তে ট্রামের নিষ্ফল স্বর দীর্ঘমান তারে ॥

নির্বাচনিক

ফাল্গুন অথবা চৈত্রে বাতাসেবা দিক্ বদলাবে।
কথোপকথনে মুগ্ধ হবে দুটি পার্শ্ববর্তী সিঁড়ি,—
"অবশ্যকর্তব্য নীড়।" (মড়াকাটা ঘব,—স্থানাভাবে ?)

নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী, ট্যাঁকে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি।
মাংসেব দুর্ভিক্ষ নইলে ঋষি মনে হতো হাবভাবে।
বিকৃতমস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙ্গুল স্বপ্নে অশবীবা।

বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্চ্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ।
মন্দভাগ্য বার্সিলোনা বেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবে না।
সাম্য অতি খাসা চিজ।—অনুচিত কিন্তু বাজদ্রোহ।

'জীবন বিস্বাদ লাগে।'—ইত্যাদিতে ইতস্তত দেনা।
এবাব আত্মাকে, বন্ধু, কবা যাক প্রত্যাহাব। (অহো।
সম্প্রতি মাঘেব দ্বন্দ্বে ছত্রভঙ্গ দক্ষিণের সেনা।

সদলে বসন্ত তাও পদত্যাগ পত্র পাঠাবে না ?)

নারদের ডায়েরি

ডায়মণ্ডহারবার থেকে ধুরন্ধর গোয়েন্দা হাওয়ারা
ইতিমধ্যে কলকাতায় : একুত্রিশে চৈত্রেই চম্পট,—
প্রকাশ, তাদের ইচ্ছা। (এ-বিষয়ে নিরুত্তর তারা।)

হৃদয় সম্পর্কে হবু দম্পতির হিং-টিং-ছট ;
ফাল্গুনী সনাক্ত করে শিরোধার্য বৈমানিক পাড়া ;
বাহান্ন হাতীর শুঁড়ে হাঁচিগ্রস্ত অহিংস শকট।

বাপুজি, দক্ষিণ করে আনো যুক্তরাষ্ট্রের মিঠাই ;
সাঙ্গ, প্রভু, সত্যাগ্রহ ? একচ্ছত্রে বেজেছে বারোটা ?
শেষে কি নৈমিষারণ্যে পাবে আত্মগোপনের ঠাঁই ?

নিষিদ্ধ খনির গর্ভে লালকোর্তা সূর্যের বারতা ;
ঈশ্বর-ব্যক্তির টিকি পাবেনাকো নাস্তিক চড়াই ,
আদালত সচ্চরিত্র ; রেস্তোরাঁয় আড্ডা তাই ভোঁতা।

(বসন্ত কী আর্য আহা ! এসপ্ল্যানেডে আশ্চর্য জনতা।)

দলভুক্ত

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা, লেনিন দিবস, লাল-পাগড়ি মোতায়েন,
আতঙ্কিত অস্তবাত্মা, ইষ্টনাম জপে রক্তচক্ষু মাড়োয়ারি;
নির্ভীক মিছিল শুধু পুরোভাগে পেতে চায় নির্ভুল গায়েন,

ইতিহাস স্পষ্টবক্তা, ভারী ট্যাঁক কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের ভাড়াবী,
কড়ায়-গণ্ডায় ধূর্ত অধ্যাপক গোয়েন্দার প্রাপ্য গুনে নেন,
'সবি তো শূন্যের রঙ্গ' ফিরঙ্গ পাড়ায় সন্ধ্যা দেখে হাওয়াগাড়ি,

স্বপ্ন-স্বর্গ অকর্মণ্য মগজের, চন্দ্রাহত জন্ম কাঁটা-তারে,
হাতুড়ি বিদ্যুৎগতি' বিস্ফোরক স্ফুলিঙ্গেরা গম্বুজে লাগুক,
ধ্রুবলক্ষ্যে হামাগুড়ি কতকাল? কতকাল কঞ্চির আকারে?

ব্যর্থমনোরথ পাণ্ডা, পিণ্ডে তৃপ্তি নেই আর, জাতিস্মর ভুখ,
ধনতন্ত্রে নাভিশ্বাস, পরিচ্ছন্ন স্থান তার প্রস্তুত ভাগাড়ে,
(সাবাস বল্লভ ভাই! প্রকাশ্যেই নেড়ে দিলে গান্ধীর চিবুক)

হাজরা পার্কে সভা কাল, নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ॥

আলাপ

নাগরিক

তবে কি নাছোড়বান্দা ফাল্গুন, কমরেড ?
বসন্ত বিজ্ঞপ্তি আঁটে ঘূর্ণিফল গাছে ;
পর্দায় সর্দার হাওয়া কসরৎ দেখায় ।
আকাশে অসংখ্য টর্চ ; মেঘেরা ফেরার—
গোলদীঘির গর্তে চাঁদ ধরা প'ড়ে গেছে ।
বসন্ত সত্যিই আসবে ? কী দরকার এসে ?
বছর-বছর দেখা দিয়েছে সে ক্যাম্বেলের ভিড়ে

পণ্ডশ্রম

অনেকদিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে
কাব্যকে খুঁজেছি প্রায় খোঁজা-খোঁজা ক'রে
নীলাকাশে, অন্ধকারে গৈরিক নদীতে ;
তারপর আত্মহারা অধিক রাত্রিতে
যখনি দিয়েছি সাড়া যে-কারো ইঙ্গিতে
তখনি পিছন থেকে বলেছে বিদায়
ভগ্নমনে সচ্চরিত্র গুপ্তচর কোনো ॥

পণ্ডিতমূর্খ

লেনিন, এঙ্গেলস, মার্ক্স নখাগ্রে আমার
উত্তরাধিকার সূত্রে অন্যতম নেতা ।
লক্ষ্য বড়ো ; ধরি তাই মহাত্মার ধামা ;
আনন্দ-ভবনে খুঁজি মুক্তির উপায়,
প্রতিদ্বন্দ্বী, ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছি কেমন !
এবার বিধ্বস্ত চীন মন্দ লাগবে না ;
—ভারতবর্ষে বিপ্লবের দেরি নেই আর ॥

পদাতিক

(সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী-কে)

যেখানে আকাশ চিকন শাখায় চেরা
চলো না উধাও কালেরে সেখানে ডাকি,
না। হতোস্মি সড়কে বেঁধেছি ডেরা
মরীচিকা চায় বালুচারী আত্মা কি?

লাল মেঘ গুহা পাবে না হয়তো খুঁজে
নিজেরে নিখিল মিছিলে মিলাও যদি,
চলো তার চেয়ে মরা খড়ে ঘাড় গুঁজে
হবো অপরূপ অপরাহ্নের নদী।

হরিণ সময় লাগামে বাধতে পারো?
বিশ শতকেও কলের বেসাতি করি,
অতল হ্রদের মিতালি হৃদয়ে গাঢ়
হিংস্রক হাওয়া দেহে আঁকে চকখড়ি।

প্রতিবেশী চাঁদ নয় তো অনাত্মীয়
রামধনু-রং দেশেও জমাবো পাড়ি,
মাঠের শিশির ঝরবে না একটিও
ক্রীতদাস ছায়া গোটাবে না পাততাড়ি।

২

জানি : পলাতক পাখায় নভশ্চারী
খোঁজা নিষ্ফল নক্ষত্রের ঘাঁটি,
ফাঁকা ভাঁড়ারের ওস্তাদ সংসারী—
আর কতদিন ঢাকবে ধোঁকার টাটি?

পিরামিডে থাক পিরীতি কফিন-ঢাকা,
অহল্যা হোক পিচ্ছিল হাতছানি,
প্রগল্‌ভ জুঁই মেলুক বন্ধ্যা শাখা,
চাঁদের চোখেতে পড়ুক অন্ধ ছানি।

উপবাসী রাত অক্ষম অভিনেতা।
হৃদয় হাভব-যক্ষ্মাই ঠোকবাবে!
ফসলের দিন সামনে কঠিনচেতা—
অবৈতনিক বেড়েই তা টের পাবে।

বুঝেছি : ব্যর্থ পৃথিবীব পাড় বোনা।
স্বপ্নেব ভাড় সামনেই ওলটানো।
তামাসা তো শেষ। পাবেব কড়িও গোনা—
কঙ্কালখানা কালেব স্কন্ধে টানো।

৩

শ্রীমতী, আমার অরণ্য-স্বাদ
মেটে এখানেই। লেকে সন্ধ্যায়
গোচাবণ ঘাসে প্রার্থী যুবক।
কমণ্ডলুতে কারণ, তাই তো
ওঁ তৎসৎ,—প্রলাপ মানেই।
ফরাসী রাজ্য ভালো লাগে, তাই
সংসার-ত্যাগ। লাল ত্রাসে কাঁপে
গ্রেসিয়ার দিন। পেশোয়ারিদের
করকমলেই ভবলীলা শেষ।

৪

(উঞ্ছজীবী ডাস্টবিন নির্জন ব'লেই)
অনেক আগ্নেয় রাত্রে নিষিদ্ধ আমরা

দেখেছি বৈষ্ণব বেনে অকৃপণ হাত দেয় পণ্য যুবতীকে।
অবশ্য নেপথ্যে চলে নিরামিষ নাচ আর গান।
কখনো নিষ্ঠুর হাতে তারা কিন্তু মারেনাকো মশা একটিও।

(আমরা কয়েকটি প্রাণী,—দু'চোখে ঘুমের হরতাল।)
মাঝে মাঝে শোনা যায় ভবঘুরে কুকুরের ঠোঁটে
নতুন শিশুর টাটকা রক্তিম খবর!

(তন্বী চাঁদ ক্রোরপতি ছাদের সোফায়!)

চীনা লালসৈনিকের শরীরে এখন
নিবিড় নির্বাণ-বিদ্যা বীক্ষণ করে কি বেঅনেট?
বোমাত্মক এরোপ্লেন গান গায় দক্ষিণ সমীরে—
মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।

সুপুষ্ট ঈশ্বর শুনি উষ্ণীষ আকাশে
পুঁজি রাখে আমাদের অর্জনের রুটি—
(শাদা মেঘ তারি কি স্বাক্ষর!)
মৌমাছির মত ব'সে কতিপয় নক্ষত্র নাগর
নিশাচর স্ফূর্তির চূড়ায়।

উচ্চারিত ক্ষোভে তাই বিস্ফোরক দিন
ছাত্র আর মজুরের উজ্জ্বল মিছিলে
বিপ্লব ঘোষণা ক'রে গেছে।

তবুও আড্ডায় চলে মন-দেয়া-নেয়ার হেঁয়ালি।

প্রতিদ্বন্দ্বী সব্যসাচী ডবল-ডেকারে
(চাক্ষুষ আমার দেখা) ফাল্গুনী কবিরা

অর্ধেক চাঁদের মত কী করুণ চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

অহিংসা পরমো ধর্ম নীলবর্ণ শৃগালের দলে।
টাকার টঙ্কারে শুনি : মায়া এ-পৃথিবী।
জীবের সুলভ মুক্তি একমাত্র স্বস্তিকার নিচে।
সংগ্রাম নিশ্চিত, তবু মাস্‌তুতো ভায়েরা
বিষম সন্ধিতে আজ কী চক্রান্ত চৌদিকে ফেঁদেছে!

আজকে এপ্রিল মাস,—(চৈত্র না ফাল্গুন ?)
ভ্রষ্ট নোগুচির নিন্দা চড়াইয়েরা ভনে।

৫

অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের পথে প্রতীক্ষায়
এক দ্বিতীয় বসন্ত। আর
গলিতনখ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাবো
সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস।
ততদিন আত্মরক্ষার প্রাচীর হোক
প্রত্যেক শরীরের ভগ্নাংশ।

জীবনকে পেয়েছি আমরা, বিদ্যুৎ জীবনকে।
উজ্জ্বল রৌদ্রের দিন কাটুক যৌথ কর্ষণায়
আর ক্ষুরধার প্রত্যঙ্গ তরঙ্গ তুলুক কারখানায়।
দুর্ঘটনাকে বেঁধে দেবে কর্মঠ যুবক
নিখুঁত যন্ত্রের মধ্যতায়।

অরণ্যকে ছেঁটে দেবার দিন এসেছে আজ।

তবে, যুদ্ধ আজ।
রাজন্যের অনুকম্পা নেই,

প্রজ্ঞাপুঞ্জের স্বপ্নভঙ্গ।
বণিকপ্রভু চোখ রাঙায়,
কারখানায় বন্ধ কাজ।

(ইতিহাস আমাদের দিক নেয় ৮)

উদাসীন ঈশ্বর কেঁপে উঠবে না কি
আমাদেব পদাতিক পদক্ষেপে ?

শ্রেষ্ঠীবিলাপ

দৈব কৃপণ, মেলেনাকো কৃপা, বিধাতা বাম ;
প্রস্তুত চিতা ; মরণ কামড়ে খুঁজি আরাম।

বাজার কিস্তি মাৎ, সম্প্রতি বেনে বেচাল
আদি আড্ডায় ফিরবো ? প্রবল শত্রু কাল।

স্বখাত সলিলে কথিত যখন ধ্রুব নিধন—
সখা, অন্তত ডাঙায় ছড়াবো নিষ্ঠীবন।

কোটালের করকমলে সঁপেছি ধর্মঘট
উদ্ধত বুট ভাগ্যে জোটায় শুধু হোঁচট।

চাঁদকে আমরা বেঁধেছি চাঁদির সা-রে-গা-মায়,
অবৈতনিক প্রণয় রাখি নি ত্রিসীমানায়।

জনজাগরণে সদলবলেই মেনেছি হার—
হে বলশেভিক, মারণমন্ত্র মুখে তোমার।

ইতিহাস দেশ-বিদেশে ক্ষিপ্র ধরে কৃপাণ ,
বন্দরে দল গড়েছে শ্রমিক, গ্রামে কৃষাণ।

রোখো বিপ্লব, লাল ঝাণ্ডার করো নিপাত ;
হে দীনবন্ধু, নইলে সমূহ কড়ি বেহাত।

বালুতে ব্যর্থ বেঁধেছি কালের অগ্রসর ;
লুপ্ত কুয়াশা, বিজয়ী রৌদ্র হলো প্রখর।

হে প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্ব করো গ্রহণ—
তীক্ষ্ণ সঙিনে আজ ঘনিষ্ঠ অভিবাদন

সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়, ইতস্তত ভূসম্পত্তি আছে নিম্নস্বাক্ষরকারীর। এ-দুর্দৈবে জমিদারি রক্ষা দায়। বংশপরম্পরাগত কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভুবনে ঈশ্বর চালান, চলি।

পেয়াদারা বশম্বদ : প্রবঞ্চক আদায়ের প্রত্যেক ফিকির তাদের কণ্ঠস্থ আজো। অথচ বকেয়া খাজনা প্রজারা দেয় নি গত দুই-তিন সনে। আদালতে ফল অল্প।

যৎসামান্য আয় আজো বন্ধকীতে। ভিক্ষাপাত্র নির্ঘাৎ নতুবা। বিদ্যার্থী দুলাল শেখে নৈশবিদ্যা কলকাতায়। বোতলে আগ্রহ তার অবশ্য অগ্রিম—পৈতৃক বলাও চলে।

বিপদ একাকী নয়কো!—সচ্চরিত্র, কিন্তু ক'টি বুদ্ধিহীন যুবা নিরক্ষর চাষাদের বক্তৃতায় মুগ্ধ করে। দুশ্চিন্তায় আমাদের হাত-পা সব হিম। (সাম্যবাদী দল এরা ?)

এতৎসত্ত্বেও হয়তো গুরুভাগ্যে ঘুরে যাবে অদৃষ্টের চাকা। ইংরেজ প্রভুর নেত্রে সর্বৈকুল ? আমাদের হাতে আসবে রাজ্যভার ? চমৎকার কিবা ! ধনীদের তো পোয়া বারো।

বিশেষত,—ভারতবর্ষে একচেটিয়া নেতা গান্ধী। গৌরীসেনী টাকা ভবিষ্যৎ ভাবে ধ্রুব। মহাশয়,—জমিদারি যায় যাক। বণিকের মৌলিক প্রতিভা দেশী শিল্পে মুক্তি পাবে।

এ-বিষয়ে পত্রপাঠ যুক্তি চাই।

ইতি। বঙ্গচন্দ্র পাল। ঢাকা॥

চীন : ১৯৩৮

জাপপুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি, জ্বলে হ্যাঙ্কাও
কমরেড, আজ বজ্রে কঠিন বন্ধুতা চাও
লাল নিশানের নিচে উল্লাসী মুক্তির ডাক
রাইফেল আজ শত্রুপাতের সম্মান পাক।

মেরুদণ্ডের কাছে ঈপ্সিত খাড়া ইস্পাত
বোম্বেটেদের টুঁটি যেন পায় জিঘাংসু হাত
বীর্ষবানের বিজয়ের পথে খোলা সব লোক
দিকে দিকে শ্যেনদৃষ্টিকে, দেখ, মেলে সাধু বক।

দিশাহীন ঝড়ে, জানি, তুমি যুগবিপ্লবী মেঘ
তড়িৎ কাটুক তোমাদের দ্রুত চলবার বেগ
উজ্জ্বল ইতিহাসে নিষ্ফল পশ্চাৎ শোক
লোকান্তরেই নেবুলার সাথে সন্ধিটা হোক।

প্রান্তিক লোভে পরজীবীদের নিষ্ঠুর চোখ
প্রাক্‌পুরাণিক গুহাকে ডাকলো ক্ষুরধার নখ,
কমরেড, আশু অশ্বের ক্ষুরে আনো লাল দিন
দম্পতি রাত ততদিন হোক উৎসবহীন।

দুর্ঘটনার সম্ভাবনাকে বাঁধবে না কেউ ?
ফসলের এই পাকা বুকে, আহা, বন্যার ঢেউ ?
দস্যুর স্রোত বাঁধবার আগে সংহতি চাই
জাপপুষ্পকে জ্বলে ক্যাণ্টন, জ্বলে সাংহাই॥

এখানে

সেই নাগরিক ধূসর জীবন
পিছন ফেলে
সব থেকে দ্রুত ট্রেনে কখবে আজ
এখানে আসা।
—আসানসোলে।

এখানে আকাশ পাহাড়েব গায়
পড়েছে ভেঙে,
পাহাড়ের গায় সারি সাবি সব
চিমনি চুড়ো।
ধানেব জমিরা পাশাপাশি শুয়ে
দিগ্বিদিকে—
খাড়া ক'রে কান কাস্তের শান
শুনছে নাকি
কামারশালে ?

উর্মিল ভূঁই হাঁটে বনহীন
তেপান্তরে ;
সরু সরু ঘাস, শিবে বুঝি তার
শিশির ঝলে।

দুই দিকে দূর বালুদের দেশ,
মধ্যে নদী
শ্বাস টেনে টেনে পায়ে পায়ে রাখে
চিকন রেখা।

নির্জন মাঠ, হঠাৎ কোথাও
তারের বেড়া :

সর্পিল পথে চলে রেলপথ
ধনুক-আঁকা
দেশান্তরে।

দিনের পাহারা সন্ধ্যায় সেরে
সূর্য দেখি
অতিকায় তার ডানা মেলে কালো
পাহাড় থেকে
ক্লান্ত চোখে।

তাড়িখানা খোলা, রাস্তায় খালি
লোকেব মেলা।
স্ত্রী-পুরুষ মেলে মুখোমুখি শুধু
মুখর ভাড়ে।
কাবো অসহ্য নেশা কাড়ে শেষ
কপর্দকও।
বহুদিনকাব ভুলে-যাওয়া গ্রাম,
পুবানো ভিটে
স্মবণে নামে।

দূরে সিমু গাছ, ধানক্ষেত তাব
কিনাব ঘেঁষে।
কিছু নয়, তাবা তবু কী স্বপ্ন
বচনা করে।
নগবের সেই নীড় ছেড়ে এসে
এখানে ভাবি,
সিনেমা ছায়ায় রাজধানীতেই
ছিলাম ভালো।

যাদেব বক্তে উড়ছে আকাশে
মিলেব ধোঁযা,
মুষ্টিমেযেব খেযালেই এই
ভবা ভুবনে
তাদেব ভোলা ॥

ধাঁধা

বড়ই ধাঁধায় পড়েছি, মিতে—
ছেলেবেলা থেকে রয়েছি গ্রামে ;
বার-বার ধান বুনে জমিতে
মনে ভাবি বাঁচা যাবে আরামে।

মাঠ ভরে যেই পাকা ফসলে
সুখে ধরি গান ছেলেবুড়োতে।

একদা কাস্তে নিই সকলে।

লাঠির আগায় পাড়া জুড়োতে
তারপর পালে আসে পেয়াদা।

খালি পেটে তাই লাগছে ধাঁধা॥

বানপ্রস্থ

পঞ্চাশ পার , এবার প্রিয়—
সামনে বনের বাঁধা সড়ক।
এতকাল নেতা ছিলে যদিও,
মিটেছে সঙ্গে চলার শখ ,
বিপ্লবী। পাতো উত্তরীয়
রাজগৃহে। তাই লাগে চমক।

ভিক্ষায় যদি সুফল ফলে,
লাভে আছো ষোল আনা শরিক।
গদি পল্টন খনিতে, কলে
প্রাণভয়ে দেখি কাঁপে বণিক।
তাই বলি প্রিয়, হাতবদলে
আমাদের নেই সুখ অধিক।

সতত বাহবা নাও কাগজে,
জানি অন্তর দিচ্ছে তুয়ো।
গৃহযুদ্ধের ভয় মগজে
মরেনাকো উঁচু আশা তবুও।
তাই শত্রুর তপ্ত ভোজে
হে প্রিয়, ধরেছো ঠাণ্ডা ধুয়ো॥

ঘরে বাইরে

বর্গীরা আসে এদেশে বোমারু পুষ্পকে
শহুরে মোড়ল হুঁশিয়ারি হাঁকে সাইরেনে।
চকিতে বিজলী আলোরা অন্ধ রাজপথে—
বণিকেরা ক্লীব উদ্ধার খোঁজে অলকাতে।

আমরা বেকার, ঘর নেই, এই দুর্যোগে
মন বিষণ্ণ ; শরীর টলছে উপবাসে।
নিরস্ত্র হাত ; অসহায় মুঠি তুলি ক্ষোভে—
নিরুপায়ে চাই আকাশে, দৈবে নেই আশা।

সহসা মাভৈ শোনা গেল চড়া সাইরেনে
স্বদেশে দিয়েছে চম্পট ভীরু বর্গীরা।
পান্থপ্রদীপ জ্ব'লে ওঠে যেই রাজপথে,
মোড়ে মোড়ে লাল-ফতোয়ায় দেখি নব আশা।

নিই উজ্জ্বল উষার ঠিকানা লোকমুখে ॥

কিংবদন্তী

চলছিলো এতকাল বেসাতি
নিরাপদে বেশ এ-দাস দেশে।
আজকে ঢেউয়ের অলিগলিতে
যতদূত দেয় ডুবসাঁতাব।
আদার ব্যাপারী তাই বুঝি না
জাহাজেব হালচাল কিছুই।
কেবল গ্রাম্য হাটবাজারে
ভেসে আসে কানে ক্ষীণ গুজব॥

আর্য

দুর্ভিক্ষ, বন্যার চক্রে যথাপূর্ব চলি।
কপর্দকহীন প্রাণধারণের থলি
মন্ত্রমুগ্ধ পতনের দুঃস্বপ্ন দেখায়।
পাণ্ডববর্জিত দেশ যদ্যপি আমাব
তবু বুঝি, কালের জাহাজ
বাণিজ্যবায়ুর হাতে শুধুমাত্র ক্রীড়নক আজ।

সরল বিশ্বাসে যাই সপ্তাহান্তে হাটে
খাদ্যের দ্বিগুণ দাম দোকানীরা হাঁকে।
বাজায় রাজায় যুদ্ধ;
ফিরি শূন্য হাতে।

গুরুগিরি বংশগত পেশা—
নতুন শিষ্যেব টিকি মেলেনাকো, পুরাতন চেলা
শতহস্ত দূবে রাখে। আফিমের নেশা
পিণ্ড পায়নাকো আজ।
কুলীন ব্রাহ্মণ আমি; ওস্তাদ ঘটক—
পশ্চিম দিগন্তে ধরি অষ্টমীর পাণি।
সম্বরণ করো আজ, হে ঈশ্বর, করুণা তোমার।

ভিড়গ্রস্ত তরণীতে ভারগ্রস্ত আমি
সংসারসমুদ্রে হালে পাইনাকো পানি।
তাই এই কৃষ্ণপক্ষে উপবাসী প্রার্থনা জানাই,
আমাকে সৈনিক করো তোমাদের কুরুক্ষেত্রে, ভাই॥